○ **প্রশ্ন। *মারাঠা রাষ্ট্রসংঘে পেশোয়াতন্ত্রের উদ্ভবের পটভূমি বর্ণনা করো।* *(Describe the background of the rise of Peshwaship in the Maratha confederacy.)***

❑ **উত্তর। পেশোয়া-পদ ঃ** মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর যে সকল আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল, তাদের মধ্যে মারাঠা-শক্তি ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মারাঠা-বীর ছত্রপতি শিবাজী মারাঠা-জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে যে মারাঠা রাজ্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাময়িক বিরতির পর মারাঠা-শক্তি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এই উত্থানের প্রধান নায়ক ছিলেন কয়েকজন পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী। শিবাজীর সময়েও পেশোয়া-পদ ছিল, কিন্তু তা ছিল ছত্রপতির ছত্রছায়ায় ঢাকা। শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা রাষ্ট্রসংঘে যে ভাঙন এসেছিল, আপন আত্মত্যাগ, প্রেরণা ও কর্মদক্ষতা দ্বারা কয়েকজন পেশোয়াই তাকে আবার সজীব ও সচল করে তোলেন। ক্রমে মারাঠা রাষ্ট্রসংঘে পেশোয়ারাই রাষ্ট্রের প্রধান চালকে পরিণত হন, রাজা চলে যান তাঁর আড়ালে। মারাঠা ইতিহাসে এই কালটি *'পেশোয়াদের যুগ'* নামে পরিচিত।

শিবাজীর মৃত্যুর (১৬৮০ খ্রিঃ) সময় তাঁর পৌত্র শাহু ঔরঙ্গজেবের বন্দি হিসেবে মুঘল কারাগারে আটক ছিলেন। সাথে তাঁর মা-ও ছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাঁদের প্রতি যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতেন। তাঁরা সসম্মানে ও স্ব-অধিকারে মুঘল দরবারে অবস্থান করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের ইচ্ছা ছিল শাহুকে প্রভাবিত করে মারাঠা-মুঘল বিরূপতার অবসান ঘটানো। কিন্তু ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে অকস্মাৎ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

● **মুঘল রাজনীতিঃ** এদিকে শিবাজীর মৃত্যু, মুঘলদের হাতে শম্ভুজীর হত্যা এবং শাহুর বন্দিদশায় হতাশ না-হয়ে মারাঠাদের মুঘলবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব তুলে নেন শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী তারাবাঈ নিজ শিশুপুত্রকে 'দ্বিতীয় শিবাজী' আখ্যা দিয়ে সিংহাসনে বসান এবং নিজে তার অভিভাবক রূপে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। এমতাবস্থায় মুঘল উজির জুলফিকার খাঁ'র পরামর্শে শাহুকে মুক্তি দিয়ে মহারাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয় (১৭০৭ খ্রিঃ)। বিচক্ষণ জুলফিকারের উদ্দেশ্য ছিল শাহু মহারাষ্ট্রে উপস্থিত হলে মারাঠা সিংহাসনকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হবে এবং তাহলে মারাঠাদের মুঘল-বিরোধিতাও হ্রাস পাবে।

শাহুর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের গৃহবিবাদ শুরু হয়। তারাবাঈ শাহুর দাবিকে নস্যাৎ করে দেন। তিনি শাহুকে অসাধারণ এবং মুঘলদের প্রতিভূ বলে বর্ণনা করে দাবি করেন যে, শিবাজী মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজারামই শিবাজীর অসমাপ্ত কাজ হাতে তুলে নিয়ে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই মারাঠা সিংহাসনে বৈধ দাবিদার রাজারামের বংশধর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শাহু ব্যক্তিগতভাবে শিবাজীর

Scanned with CamScanner

জীবনধারা ও আদর্শের অনুরাগী ছিলেন না। দীর্ঘকাল মুঘল-আতিথ্যে বাস করার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁর এক ধরনের আনুগত্য জন্মেছিল। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি মুঘল-বিরোধিতার নীতি ত্যাগ করেন। স্বভাবতই এক শ্রেণির মারাঠা-নেতা শাহুকে সমর্থন করতে দ্বিধান্বিত হন। যাই হোক, 'খেদের যুদ্ধে' (১৭০৭ খ্রিঃ) শাহু তারাবাঈকে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং সাতারার সিংহাসন দখল করেন, তারাবাঈ কোলাপুরে ঘাঁটি করে শাহুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

● **ওয়ার্মার সন্ধি ঃ** এই গৃহযুদ্ধ এবং মারাঠা সর্দারদের একাংশের বিরূপতায় শাহু কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। প্রাথমিক পর্বে জয়লাভ করলেও তারাবাঈ তাকে যথেষ্ট শংকিত করে রাখে। শাহুর সেনাপতি চন্দ্রজিৎ যাদব এবং প্রখ্যাত মারাঠা সর্দার কানোজী আংরে প্রমুখ তারাবাঈ-এর পক্ষ নিলে শাহু দারুণ ভেঙে পড়েন। তাঁর এই বিপদের মুহূর্তে তিনি পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের সার্বিক সহায়তায় আবার আশার আলো দেখতে পান। বিশ্বনাথের বিচক্ষণতার ফলে অধিকাংশ মারাঠা সর্দার শাহুর পক্ষে যোগ দেন। এদিকে দ্বিতীয় শিবাজীর মৃত্যু ঘটলে, তারাবাঈও মারাঠা সিংহাসনের জন্য লড়াই করার প্রেরণা হারিয়ে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত পেশোয়া প্রথম বাজীরাও-এর উদ্যোগে উভয় পক্ষের মধ্যে *'ওয়ার্মার চুক্তি'* (১৭৩১ খ্রিঃ) স্বাক্ষরিত হলে মারাঠা গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে।

● **উত্থানের কারণ ঃ** বস্তুত মারাঠা রাষ্ট্রে 'পেশোয়াতন্ত্রের' উত্থান খুব অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। মারাঠাদের রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল না। শিবাজী ব্যক্তিগত দক্ষতা-স্বরূপ মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর অধিষ্ঠিত জীবনে মারাঠা জনসাধারণের মনে গভীর রাজানুগত্য সৃষ্টি করা বা বিশেষ বংশের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই যে-কোনো বিচক্ষণ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও কর্মদ্যোগী মানুষের নেতৃত্বে উত্থানের পথ ছিল উন্মুক্ত। সরকারি পদাধিকারী হিসেবে পেশোয়াদের উত্থানটা ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ। শাহু ব্যক্তিগতভাবে সমরবিদ্ ছিলেন না, কিন্তু গুণীর কদর করতে জানতেন। পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের বিশ্বস্ততা ও জাতীয়তাবোধ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি ধীরে ধীরে পেশোয়ার হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে দ্বিধা করেননি। ছত্রপতির সঙ্গে পেশোয়ার তুলনা করে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন ছত্রপতিকে 'জাপানের মিকাডো' এবং পেশোয়ারকে 'সোগুনের প্রতিচ্ছবি' বলে উল্লেখ করেছেন। পেশোয়া-পদে ছত্রপতির অনুমোদন ছিল আবশ্যিক, কিন্তু পেশোয়ার কর্মসূচিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছত্রপতির ছিল না। যাই হোক, শাহু শেষ জীবনে উইল দ্বারা পেশোয়ার পদকে বংশানুক্রমিক এবং কার্যকরী মুখ্য প্রশাসকে পরিণত করে প্রতিভাকেই সম্মানিত করেছেন। অবশ্য এই ব্যবস্থার শেষ পরিণতি খুব ভালো হয়নি।

Scanned with CamScanner

☐ বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-'২০ খ্রীঃ) ঃ

বংশানুক্রমিক পেশোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন *বালাজী বিশ্বনাথ*। কোঙ্কনের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে ছত্রপতি শাহুর অন্যতম সেনাপতি ধনাজী যাদবের অধীনে একজন 'কারকুন' (রাজস্ব কর্মচারী) হিসেবে তিনি সরকারি কাজে যোগ দেন। আপন যোগ্যতাবলে তিনি দ্রুত উন্নতি লাভ করেন। মারাঠাদের গৃহবিবাদের সময় তিনি শাহুর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং রাজনৈতিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রয়োগ করে অধিকাংশ মারাঠা সর্দারকে শাহুর পক্ষে আনতে সক্ষম হন। তাঁর কর্মদক্ষতায় আকৃষ্ট হয়ে শাহু তাঁকে *'পেশোয়া'* বা প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত করেন (১৭১২ খ্রীঃ)।

বালাজীর পেশোয়া-পদ গ্রহণের সময় মারাঠা রাজ্য নানা সমস্যায় বিব্রত ছিল। এই সমস্যাগুলি যেমন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি জটিল। ***প্রথমত,*** শাহু ছত্রপতি হলেও তাঁর সিংহাসন নিরঙ্কুশ ছিল না। কোলাপুর গোষ্ঠী (তারাবাঈ প্রমুখ) ক্ষমতা পুনর্দখলের ষড়যন্ত্রে তখনও লিপ্ত ছিল। মারাঠা সর্দারেরা ছিলেন স্বাধীনচেতা। পেশোয়া হিসেবে শাহুর কণামাত্র কর্তৃত্ব ছিল না সর্দারদের ওপর। এমনকি অনেকেই *'অ-মারাঠা'* বা *'অর্ধ-মুঘল'* বলে শাহুকে উপহাসও করতেন। এইসব সর্দারকে বশীভূত করে শাহুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং কোলাপুর গোষ্ঠীর ক্ষমতাদখলের সম্ভাবনা বিনষ্ট করা ছিল বালাজী বিশ্বনাথের প্রথম ও প্রধান কাজ। ***দ্বিতীয়ত,*** মুঘল রাজবংশের পতনোন্মুখ অবস্থা এবং মারাঠা-জাতির মুঘল-বিরোধী মানবিকতা সম্পর্কে বালাজী সচেতন ছিলেন। মুঘলদের গৃহবিবাদ ও দলাদলির সুযোগে শিবাজীর আদর্শ ও লক্ষ্যপূরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া যে সম্ভব, এ তথ্যও তাঁর অজানা ছিল না। অন্তত মারাঠা সর্দারগণ তাঁর কাছে এই ধরনের সাহসিকতাপূর্ণ ও আদর্শব্যঞ্জক নেতৃত্বই আশা করছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বালাজীর সমস্যা ছিল। শাহু নীতিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও মুঘল-বিরোধিতায় রাজী ছিলেন না। অথচ ছত্রপতি হিসেবে তাঁর অস্তিত্ব স্থায়ী করতে হলে বিস্তার নীতি গ্রহণ করা ছিল খুবই জরুরী।

বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন যথার্থই বিচক্ষণ। কূটনীতি এবং বাস্তবমুখী পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সফলভাবেই মোকাবিলা করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিবাদমান মারাঠা সর্দারদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি তাদের ক্ষমতা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেন। চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের জন্য সর্দারদের পৃথক পৃথক এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। স্থির হয় যে, আদায়ীকৃত চৌথের ২৫ শতাংশ পাবেন ছত্রপতি। ৯ শতাংশ ছত্রপতি তাঁর ইচ্ছামত কোন ব্যক্তিকে দান করতে পারবেন এবং বাকি ৬৬ শতাংশ সংশ্লিষ্ট মারাঠা সর্দার ভোগ করবেন।

Scanned with CamScanner

সরদেশমুখীর সম্পূর্ণটাই পাবেন ছত্রপতি। এই ব্যবস্থা সর্দারদের সন্তুষ্ট করে। শাহু তাদের আনুগত্য লাভ করেন এবং বালাজীর প্রভাবও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই রীতি পরিণামে মারাঠারাজ্যের অসংহতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। '*ওয়াতন*' বা '*জায়গির*' এবং '*সরঞ্জামী*' ভোগ করার ফলে ইতিপূর্বেই সর্দারেরা যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। উপরন্তু চৌথের গরিষ্ঠ অংশ ভোগের অধিকার পাবার ফলে তাঁদের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। দক্ষ পেশোয়ার কার্যকালে এই কুফল পরিলক্ষিত হয়নি কিন্তু দুর্বল পেশোয়াদের আমলে সর্দারদের হাতে এই অতিক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ জাতীয় সংহতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ বালাজী বিশ্বনাথ মুঘলদের ঘরোয়া কোন্দলকে কাজে লাগিয়ে মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। সম্রাট ফারুকশিয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মারাঠাদের সহযোগিতা চাইলে বালাজী বিশ্বনাথ রাজী হয়ে যান। তিনি মুঘল দরবারে সৈয়দ ভ্রাতাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দ হুসেন আলির সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সৈয়দরা কথা দেন যে, সম্রাটকে দিয়ে এই গোপন চুক্তি অনুমোদন করিয়ে দেবেন। এই চুক্তি দ্বারা, (১) শাহু শিবাজীর উত্তরাধিকারী স্বীকৃত হন এবং মুঘল-অধিকৃত মারাঠা রাজ্যাংশ তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (২) মারাঠা অধিকৃত খান্দেশ, গণ্ডোয়ানা, বেরার, কর্ণাটক, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের ওপর শাহুর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া হয়। (৩) দাক্ষিণাত্যের ৬টি মুঘল সুবা থেকে মারাঠারা চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার পায়। এর বিনিময়ে শাহু মুঘল সম্রাটকে বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকা নজরানা দিতে প্রতিশ্রুত হন। (৪) শাহু মুঘল সম্রাটের প্রয়োজনে নিয়োগের জন্য ১৫ হাজার অশ্বারোহী পোষণে স্বীকৃত হন। এর খরচ অবশ্য মুঘল রাজকোষ থেকে প্রদত্ত হত। (৫) শাহু তারাবাঈ ও তাঁর আত্মীয়বর্গের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করতে রাজী হন। পরবর্তীকালে সম্রাট *রফি-উল্-দরাজাত* এই চুক্তি অনুমোদন করেন (১৭১৫ খ্রীঃ)। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়।

স্যার রিচার্ড টেম্পল (R. Tample) এই চুক্তিকে '*Magna Carta of the Maratha dominion*' বলে উল্লেখ করেছেন। মারাঠা ঐতিহাসিক ***সরদেশাই*** (G.S. Sardesai)-এর মতে, "*এই চুক্তি বালাজী বিশ্বনাথের দূরদর্শিতা ও গভীর রাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।*" বিচারপতি ***মহাদেব গোবিন্দ রানাডে*** (M. G. Ranade) এই চুক্তিকে ইংরেজের '*অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির পূর্বসূরি*' বলে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, এইভাবে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করে বালাজী বিশ্বনাথ শিবাজী মহারাজার স্বরাজ্যের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু *সরদেশাই*-এর মতে, এই অভিযোগ যথার্থ নয়। কারণ এই চুক্তি দ্বারা মুঘল-বিরোধিতার অবসান ঘটিয়ে বালাজী মারাঠা-সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৫ হাজার অতিরিক্ত সৈন্যের নেতৃত্ব পেয়ে আদপে মারাঠাদেরই শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল।

কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বালাজী বিশ্বনাথকে মারাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি পেশোয়ার দায়িত্বভার পেয়েছিলেন, তাতে এর বেশি সাফল্য অন্য কেউ পেতেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। *রানাডে* মনে করেন, বালাজী যে কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, তা অর্জন করা অন্যের দ্বারা অসম্ভব ছিল। বালাজীর সামরিক দক্ষতা ছিল না, কিন্তু অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং কূটনৈতিক বুদ্ধি দ্বারা তিনি মারাঠা সর্দারদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তার তাঁর

Scanned with CamScanner

অনন্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের স্থলে নতুন মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ***স্যার রিচার্ড টেম্পলও*** বালাজীর কার্যধারার প্রশংসা করেছেন। তাঁর ভাষায় ঃ *"He carried victoriously all his diplomatic points.....with the consciousness that a Hindu empire had been created over the ruins of the Muhamadan power....."*

Scanned with CamScanner